আসুন দাতা হই দিন শুরু হোক দানে

সঙ্ঘবদ্ধ দানে আলোকিত মানুষ হয়ে বেড়ে উঠছে এ শিশুরা

ভালো কাজ, কল্যাণকর কাজ নিয়মিত করাটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। যিনি নিয়মিত নামাজ পড়েন, তাকেই নামাজী বলা হয়; যিনি মাঝেমধ্যে নামাজ পড়েন, তাকে নয়। তেমনিভাবে দাতা তিনিই, যিনি নিয়মিত দান করেন। মহান স্রষ্টার কাছে দাতা হিসেবে পরিচিত হতে চাইলে দান করাকে প্রাত্যহিক জীবনাচারে পরিণত করতে হবে।

আসলে ভালো কোনোকিছুকে জীবনের সার্বক্ষণিক সঙ্গী করে তুলতে পারলে তবেই তা থেকে পরিপূর্ণ বরকত আসে, সূচনা ঘটে প্রত্যাশিত পরিবর্তনের।

তাই আমরা দিন শুরু করব মাটির ব্যাংকে দান করার মধ্য দিয়ে। দানকে করে নেব প্রাত্যহিক জীবনের সঙ্গী। আত্মীয়-বন্ধু-সহকর্মীদেরও উৎসাহিত করব নিয়মিত দানে।

দেড় যুগেরও বেশি সময় ধরে ফাউন্ডেশন এ দানের অর্থ ব্যয় করে আসছে দুঃস্থ, অবহেলিত ও বঞ্চিত মানুষের বহুমুখী সেবায়।

লামার কোয়ান্টামে পূর্বপ্রতিষ্ঠিত শিশুকানন, ২০১৫ সালে যাত্রা শুরু হওয়া অনাথ ও এতিমদের নিয়ে নতুন শিশুকানন এবং অভিভাবকহীন মেয়েশিশুদের নিয়ে গঠিত শিশুসদনে উদারনৈতিক শিক্ষা ও সুস্থ সাংস্কৃতিক আবহে আলোকিত মানুষ হিসেবে বেড়ে উঠছে প্রায় দেড় সহস্রাধিক শিক্ষার্থী।

২০১৬ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মেধাতালিকায় ভর্তির সুযোগ পায় পাঁচজন কোয়ান্টা

এর পাশাপাশি সম্প্রতি ঢাকার পরিচ্ছন্নতা-কর্মীদের (তেলেগু কানপুরী বংশোদ্ভূত) সন্তানদের স্কুল যাত্রাবাড়ীস্থ রাজধানী আদর্শ বিদ্যাপীঠের শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার দায়িত্বও গ্রহণ করেছে ফাউন্ডেশন। উল্লেখ্য, ১৯৮২ সালে প্রতিষ্ঠিত এ স্কুলটি যথাযথ পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল।

শুধু তা-ই নয়, সম্মিলিত দানের অর্থে দেশের বিভিন্ন সেন্টার শাখা সেল প্রি-সেলের উদ্যোগে ফাউন্ডেশন পরিচালনা করছে নানা ধরনের সেবামূলক কার্যক্রম। যার মধ্যে চিকিৎসাসেবা, মাতৃমঙ্গল কার্যক্রমের আওতায় দরিদ্র প্রসূতিকে চিকিৎসা পরামর্শ ও পুষ্টি সেবা, দাফন ও সৎকার, খতনা, ত্রাণ কার্যক্রম এবং গৃহনির্মাণ ও স্বনির্ভরায়ন অন্যতম।

আমরা বলতে পারি, স্রষ্টা যেহেতু সবচেয়ে বড় দাতা, তিনি আমাদের সবাইকে অফুরান রিজিক বা জীবনোপকরণ দিয়ে লালনপালন করছেন, স্বাভাবিকভাবেই তিনিও একজন দাতাকেই পছন্দ করবেন। তাই স্রষ্টার পছন্দনীয় সৎকর্মশীল বান্দায় পরিণত হওয়ার জন্যে আমাদের দাতা হওয়ার বিকল্প নেই।

আসুন দাতা হই। দিন শুরু হোক দানে। পরম করুণাময়ের অনুগ্রহে আমাদের সবার জীবন পরিপূর্ণ হয়ে উঠুক নিয়মিত দানের বরকত ও অফুরান কল্যাণে।

বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষা ২০১৬ কোয়ান্টাদের সাফল্য

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

এনক সাংতিং লিয়ান বম : গ্রাফিক্স ডিজাইন, চারুকলা

শাহেদুজ্জামান : মনোবিজ্ঞান

জ্যাকি মার্মা : শিক্ষা ও গবেষণা

মংহ্লা চিং চাক : আইন

মংশৈসিং মার্মা : কারুশিল্প, চারুকলা

এছাড়া চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে দুইজন ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে একজন ভর্তি পরীক্ষায় মেধাস্থান লাভ করে।

কোয়ান্টাম মাটির ব্যাংক

নিয়মিত দানের বরকত আর অফুরান কল্যাণে বাড়ছে কোয়ান্টাম মাটির ব্যাংকে দানের পরিমাণ ও দাতার সংখ্যা। ২০১৬ সালে মাটির ব্যাংক থেকে সংগ্রহ ২৬ কোটি ৪৫ লক্ষ ৬৯ হাজার ৭২৪ টাকা। সম্মিলিত এ দানের অর্থ ফাউন্ডেশন ব্যয় করে আসছে বঞ্চিত ও দুঃস্থ মানুষের বহুমুখী সেবায়।

মেয়েশিশুদের লালনপালনে সঙ্ঘবদ্ধ দান

হযরত মওলানা ছায়ীদুল হক

আল্লাহর সন্তুষ্টি আর সৃষ্টির কল্যাণকে সামনে রেখেই দুস্থ অবহেলিত সাতটি শিশুকে নিয়ে শুরু হয়েছিল কোয়ান্টাম শিশুকানন। এই শিশুদের সুষ্ঠু লালনপালনের জন্যে ছোট ছোট মাটির ব্যাংকে দান সংগ্রহ করতে শুরু করে ফাউন্ডেশন। পরবর্তীতে সঙ্ঘবদ্ধ এ দানে শুরু হয় নানামুখী সেবামূলক কার্যক্রম।

প্রথমে আমরা বান্দরবানের লামায় ছেলেশিশুদের নিয়ে কাজ শুরু করি। ২০০৪ সাল থেকে অভিভাবকহীন মেয়েশিশুদের জন্যে শিশুসদনের কার্যক্রম শুরু হয় রাজশাহীতে। তবে মেয়েশিশুদের পরিপূর্ণ বিকাশের জন্যে ২০১৪ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে শিশুসদন স্থানান্তর করা হয় কোয়ান্টামমে। সাধারণভাবে একটি বালক বিদ্যালয় ও একটি বালিকা বিদ্যালয়ের যে পার্থক্য, কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনের প্রেক্ষাপটে বালক বিদ্যালয় ও বালিকা বিদ্যালয় সে রকম না। মানবিক দিক থেকে তার চাইতেও অনেক বেশি গুরুত্বের দাবিদার।

কন্যাশিশুদের প্রসঙ্গে সূরা তাকভির-এর ৭, ৮ ও ৯ আয়াতে বলা হয়েছে–'যখন দেহে আবার আত্মা সংযুক্ত হবে, যখন জীবন্ত কবর দেয়া শিশুকন্যাকে জিজ্ঞেস করা হবে, কী অপরাধে তাকে হত্যা করা হয়েছিল?' এই আয়াতগুলোকে কেন্দ্র করে জাহেলিয়াতের যুগে নারী এবং কন্যাশিশুদের অবস্থা নিয়ে একদিন সাহাবীদের সাথে আলোচনা করছিলেন নবীজী (স)। তখন একজন সাহাবী ব্যাকুল হয়ে কাঁদতে লাগলেন। নবীজী (স)-এর অনুমতি নিয়ে তিনি বলতে শুরু করলেন–'জাহেলিয়াতের সময় আমার স্ত্রী যখন সন্তানসম্ভবা, পারিবারিকভাবে আমাকে ডেকে সবাই সিদ্ধান্ত দিল, যদি কন্যাসন্তান হয় তাহলে কেউ জানার আগেই তাকে হত্যা করতে হবে। আমার স্ত্রী কিছুতেই রাজী হয় নি। পরে আমি ধাত্রী-মাতাকে ঘুষ দিয়েছি, কন্যাসন্তান হলে সরিয়ে ফেলতে হবে। কিন্তু শিশুটি এত সুন্দর হয়েছিল যে, ধাত্রী তাকে আমার হাতে তুলে দিতে পারে নি। মায়ের কাছে সন্তানকে রেখে সে পালিয়ে যায়।

এরপর বহুবার উদ্যোগ নিয়েছি, মা তাকে আগলে রেখেছে। আমিও মায়ার বাঁধনে আটকে গেছি। একপর্যায়ে ভুলেই গিয়েছি, তাকে মেরে ফেলতে হবে। কিন্তু একদিন বাজারে বন্ধুরা-সমবয়সীরা আমাকে নিয়ে খুব উপহাস করল। আমাকে পুরুষত্বহীন বলল কারণ মেয়েটাকে হত্যা করতে পারি নি।

এরপর একদিন মেয়েকে সুন্দর পোশাক পরিয়ে, সাজিয়ে বাইরে বেড়াতে নিয়ে গেলাম। তার মা-ও ততদিনে নিশ্চিন্ত হয়ে গেছে যে, আর বুঝি মেয়েকে মেরে ফেলা হবে না। মেয়েকে নিয়ে হাঁটা শুরু করলাম। উঁচু পাহাড়ের ওপরে উঠছি আর কত কথা যে সে বলছে! মায়ায় আমার চোখ বেয়ে পানি আসছিল। আবার যখন বন্ধুদের কথা মনে হয় তখন ইচ্ছে করে মেয়েকে ফেলে দেই।

আস্তে আস্তে পাহাড়ের চূড়ায় উঠলাম। চতুর্দিকে দেখলাম। একদিকে গাল ভরা কথা বলছে আমার সন্তান। আরেকদিকে আমার ভেতরে পাশবিকতা। আমি মেয়েকে কোলে তোলার ভান করে সেই উঁচু পাহাড় থেকে নিচে ফেলে দিলাম। সে শুধু একবার ইয়া আবী (বাবা) বলে চিৎকার দিল। সেই চিৎকারের আওয়াজ এখনো পৃথিবীতে ভেসে বেড়াচ্ছে। আমি এখনো শুনতে পাই–বাবা বলে তার সেই চিৎকার।'

জাহেলিয়াতের যুগে এরকম শত শত ঘটনা ঘটেছে। অথচ এই পাশবিকতায় আচ্ছন্ন মানুষগুলোই পরবর্তীতে কোরআনের আলোয় আলোকিত হয়েছে, বদলে গেছে। ইসলাম যে কত বড় কল্যাণ করেছে নারী জাতির, তা আমরা সহজেই অনুধাবন করতে পারি।

আরেকজন সাহাবী একদিন নবীজীকে (স) বললেন, 'ইয়া রসুলুল্লাহ! জাহেলিয়াতের যুগ বলে আমাদেরকে গালি দেয়া হয়। আসলেই আমরা জাহেল ছিলাম, পশু ছিলাম। কিন্তু ভালো কাজও কিছু করেছি। আমি ৩৬০টি কন্যাশিশুকে জীবন্ত দাফন করার হাত থেকে রক্ষা করেছি। প্রত্যেকটি শিশুর জন্যে আমার সম্পদ থেকে দুটি করে উট দান করতে হয়েছে। আমি কি এর বিনিময়ে কিছু পাব?' নবীজী (স) উঠে তাকে জড়িয়ে ধরলেন এবং বললেন, 'আল্লাহ তোমাকে কবুল করেছেন।'

কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনও স্রষ্টার সন্তুষ্টির লক্ষ্যে দায়িত্ব নিয়েছে অভিভাবকহীন মেয়েশিশুদের। এদের নিয়ে গড়ে উঠল কোয়ান্টাম শিশুসদন। নির্মম হলেও সত্য–পরিত্যক্ত অবস্থায় যত শিশু পাওয়া যায়, এর প্রায় সবই মেয়েশিশু। তাহলে সেই জাহেলিয়াতের যুগ থেকে আমরা কি এক পা-ও সামনে এগোতে পেরেছি? সমাজের সবাই কি কন্যাসন্তান জন্মগ্রহণ করার পর আনন্দিত হতে পারি? মনটা ছোট হয়ে যায় কিনা অনেকের? কেন এরকম হয়?

সেখান থেকে গুরুজী জীবনের ঝুঁকি নিয়ে তাদেরকে লালনপালন করার উদ্যোগ নিলেন। জীবনের ঝুঁকি বলছি, কারণ এ ধরনের দায়িত্ব তো কেউ নেয় না। আল্লাহ শুধু এ শিশুদের বাবা-মা বা ওই জাহেল পশুদেরকেই জিজ্ঞাসা করবেন না। ভদ্রবেশী আমরা যারা সমাজে বেঁচে আছি, আমাদেরকেও জিজ্ঞেস করবেন–'তোমরা কন্যাশিশুদের রক্ষা করার জন্যে কী করেছ?' অবহেলিত এই শিশুদের অন্ধকার-অনিশ্চিত ভবিষ্যতের হাত থেকে বাঁচানোর একটা সুযোগ কোয়ান্টাম আমাদের দিয়েছে।

তাই জীবন রক্ষার এই মিছিলে সাধ্যমতো সবকিছু উজাড় করে দেয়া আমাদের মানবিক দায়িত্ব। এজন্যেই সাধারণ একটি বালিকা বিদ্যালয়ের সাথে কোয়ান্টাম শিশুসদনের তুলনা করলে চলবে না। এটি আলোকিত জীবন নির্মাণের একটি সংগ্রাম, একটি অভিযাত্রা।

অবহেলিত মেয়েশিশুদের আবাসন, লেখাপড়াসহ সার্বিক কার্যক্রম পরিচালনার জন্যে লামায় বহুতলবিশিষ্ট ভবন নির্মাণের উদ্যোগ নিয়েছে ফাউন্ডেশন। এতে আমরা সাধ্যমতো অংশ নিতে চাই। অভিভাবকহীন এই শিশুরাসহ ভবিষ্যতে দেশের গোটা নারী সমাজ যেন মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারে, এই লক্ষ্যে আমরা কাজ করতে চাই। এই অনন্ত কল্যাণে শরিক হতে কোয়ান্টাম মাটির ব্যাংকে দানের অর্থ জমা করতে চাই নিয়মিত।

[হযরত মওলানা ছায়ীদুল হক, খতিব ও বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ]

২০১৬ সালের বিজয় দিবসে বান্দরবান জেলা স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত প্যারেডে প্রথম স্থান অধিকার করে কোয়ান্টাম শিশুসদনের কন্যাশিশুরা

দানের ধর্মীয় গুরুত্ব

আল কোরআন

আল্লাহ-সচেতনরা গায়েবে (মানুষের সীমাবদ্ধ জ্ঞানে বোধগম্য না হওয়া সত্ত্বেও অদৃশ্য বাস্তবতায়) বিশ্বাস করে, নামাজ কায়েম করে, প্রাপ্ত রিজিক থেকে অন্যের জন্যে ব্যয় করে (অর্থাৎ দান করে)। **সূরা বাকারা : ৩**

(হে বিশ্বাসীগণ!) তোমার প্রিয় ও পছন্দের জিনিস থেকে দান করতে না পারলে তুমি কখনো সত্যিকারের ধার্মিক হতে পারবে না। **সূরা আলে ইমরান : ৯২**

আমার বিশ্বাসী বান্দাদের বলো (নির্ধারিত দিন আসার আগেই) নামাজ কায়েম করতে এবং আমি যে জীবনোপকরণ দিয়েছি, তা থেকে আমার পথে প্রকাশ্যে ও গোপনে ব্যয় করতে। নির্ধারিত দিন এলে তখন কোনো লেনদেনও হবে না বা বন্ধুত্বও কোনো কাজে লাগবে না। **সূরা ইব্রাহিম : ৩১**

যারা আল্লাহর কিতাব অনুসরণ করে, নামাজ কায়েম করে এবং আমি তাদের যে জীবনোপকরণ দিয়েছি, তা থেকে প্রকাশ্যে ও গোপনে দান করে, তারাই সফল বিনিয়োগকারী। কারণ তিনি তাদের কর্মের পূর্ণ প্রতিফল দেবেন, এর সাথে নিজের অনুগ্রহ-ভাণ্ডার থেকে বহুগুণ পুরস্কার দেবেন।
সূরা ফাতির : ২৯-৩০

হে বিশ্বাসীগণ! তোমাদেরকে আল্লাহর পথে ব্যয় করতে বলা হচ্ছে, অথচ তোমাদের অনেকেই কৃপণতা করছ। যারা (আল্লাহর পথে) কার্পণ্য করে, তারা তো আসলে নিজেদের প্রতিই কার্পণ্য করে।
সূরা মুহাম্মদ : ৩৮

আমি তোমাদেরকে যে জীবনোপকরণ দিয়েছি, সময় থাকতেই তা থেকে অন্যের জন্যে ব্যয় করো, যাতে মৃত্যুর মুহূর্তে একথা বলতে না হয়, 'হে আমার প্রতিপালক! আমাকে আরেকটু সময় দাও, আমি দান করে সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত হই।' কিন্তু মৃত্যুর নির্ধারিত সময় উপস্থিত হলে আল্লাহ কাউকেই অবকাশ দেন না। **সূরা মুনাফিকুন : ১০-১১**

তুমি কি জানো ধর্মের দুর্গ কী? ধর্মের দুর্গ (নেক আমল বা সৎকর্মের সুউচ্চ স্তর) হচ্ছে (এক) দাসমুক্তি (অর্থাৎ একজন মানুষকে মনোজাগতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক অর্থাৎ সকল ধরনের দাসত্ব থেকে মুক্ত করা), (দুই) দুর্ভিক্ষের দিনে অন্নদান, (তিন) নিকটবর্তী এতিম বা ধূলিমলিন মিসকিন-অসহায়কে লালন এবং (চার) বিশ্বাসীদের সাথে সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে পরস্পরকে বিশ্বজনীন মমতা ও সবরে (অর্থাৎ পরিস্থিতি পরিবর্তনের জন্যে নিরলস প্রচেষ্টা ও আত্মসংযমে) উদ্বুদ্ধ করা। এরাই সফলকাম।
সূরা বালাদ : ১২-১৮

বেদ

সমাজকে ভালবাসো। ক্ষুধার্তকে অন্ন দাও। দুর্গতকে সাহায্য করো। সত্য-ন্যায়ের সংগ্রামে সাহসী ভূমিকা রাখার শক্তি অর্জন করো। **ঋগ্‌বেদ : ৬.৭৫.৯**

নিঃশর্ত দানের জন্যে রয়েছে চমৎকার পুরস্কার। তারা লাভ করে আশীর্বাদধন্য দীর্ঘজীবন ও অমরত্ব।
ঋগ্‌বেদ : ১.১২৫.৬

এসো প্রভুর সেবক হই! গরিব ও অভাবীদের দান করি। **ঋগ্‌বেদ : ১.১৫.৮**

শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা

স্থান কাল বিবেচনা করে কোনো প্রত্যাশা না করে উপযুক্ত পাত্রে প্রদত্ত দান সাত্ত্বিক বা উত্তম দান। প্রতিদানের প্রত্যাশায় অনিচ্ছাসত্ত্বে প্রদত্ত দানকে রাজসিক দান বলা হয়। অযোগ্য পাত্রে অনাদরে এবং অবজ্ঞা সহকারে যে দান, তা হচ্ছে তামসিক।
শ্রদ্ধাত্রয়বিভাগযোগ : ২০-২২

বুদ্ধবাণী

ক্রোধকে ক্ষমা দ্বারা, অন্যায়কে ন্যায় দ্বারা, কৃপণতাকে দান দ্বারা, মিথ্যাকে সত্য দ্বারা জয় করো।
ধম্মপদ : কোধবগ্‌গো : ২২৩

দানের অনন্ত কল্যাণ সম্পর্কে আমি যা জানি, যদি মানুষ তা জানত, তাহলে কাউকে না দিয়ে সে অন্ন গ্রহণ করত না। স্বার্থপরতার কালিমা তাকে বশীভূত করতে পারত না। তার মনের গভীরে নীচতার কালিমা প্রবেশ করতে পারত না। **ইতিবুত্তক : ২৬**

প্রকৃত নিরন্ন মানুষকে যে অন্ন দান করে, সে পরলোকে স্বর্গে গমন করবে। **ইতিবুত্তক : ২৬**

বাইবেল

যখন দান করো গোপনে করো। ডান হাত কী দিচ্ছে বাম হাত যেন জানতে না পারে। তোমার নীরব দান সদাপ্রভু দেখছেন। তিনি তোমাকে পুরস্কৃত করবেন।
মথি : ৩-৪

অভাবীদের সাহায্য করো। ঈশ্বরের সন্তুষ্টিমূলক কাজে অগ্রগামী থাকো। **রোমীয় ১২ : ৯-১৩**

সৎকাজ সম্পর্কে জানার পরও তা করা থেকে বিরত থাকা পাপ। **যাকোব ৪:১৭**

বিকাশ করুন দানের অর্থ

কোয়ান্টাম মাটির ব্যাংকে আপনার দানের অর্থ দেশের যে-কোনো প্রান্ত থেকে বিকাশ করা যাবে সহজেই। ফাউন্ডেশনের বিকাশ নম্বরটি হলো ০১৮৪৮-৩৬৬৬০১।

এছাড়া সদকা হিলিং ও যাকাত ফান্ডেও বিকাশের মাধ্যমে অনুদান জমা দেয়া যাবে। অনুদান পাঠানোর জন্যে যে-কোনো বিকাশ একাউন্ট থেকে পেমেন্ট অপশন সিলেক্ট করে মার্চেন্ট নম্বরে ফাউন্ডেশনের বিকাশ নম্বরটি লিখুন। এরপর অ্যামাউন্ট অপশনে টাকার পরিমাণ লিখুন, রেফারেন্স অপশনে অবশ্যই ডোনারের ব্যক্তিগত মোবাইল নম্বর লিখতে হবে, কাউন্টার অপশনে ১ লিখে টাকা পাঠিয়ে দিন।

প্রত্যেক ধর্মেই দান করতে বলা হয়েছে

জাতীয় অধ্যাপক আব্দুল মালিক

প্রত্যেক ধর্মেই মানুষকে সৎকর্ম ও দান করতে বলা হয়েছে। আল্লাহ বলেছেন, বিত্তবান কিংবা বিত্তহীন সকলেই যাতে সামর্থ্য অনুসারে দান করে। কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন মানুষকে এ কাজে সুন্দরভাবে উদ্বুদ্ধ করছে।

আমি বান্দরবানের কোয়ান্টাম কসমো স্কুল ও কলেজ পরিদর্শনে গিয়েছিলাম। সেখানে দেখেছি বঞ্চিত পরিবারের শিশুরা শারীরিক, মানসিক ও আত্মিক বিকাশের মধ্য দিয়ে আলোকিত মানুষ হিসেবে বেড়ে উঠছে। আমার বিশ্বাস, তারা শুধু এদেশ নয় বরং সারা বিশ্বের মানুষকেই একদিন আলোকিত করবে।

কোয়ান্টাম সারাদেশে যে সেবা কার্যক্রম পরিচালনা করছে তাতে বহু লোকের কল্যাণ হবে। যা করা হচ্ছে বৈদেশিক সাহায্যে নয়, পুরোপুরিই এর সদস্য ও শুভাকাঙ্ক্ষীদের শ্রম, পরামর্শ ও দানের ভিত্তিতে।

[জাতীয় অধ্যাপক ব্রিগে. (অব) ডা. আব্দুল মালিক। বাংলাদেশে হৃদরোগ চিকিৎসার পথিকৃৎ ও ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন অব বাংলাদেশ-এর প্রতিষ্ঠাতা]

নিয়মিত দান আপনাকে স্রষ্টার করুণাধন্য করবে

আল্লামা এম শমশের আলী

দান সর্বোত্তম মানবীয় গুণ। সব ধর্মেই দানের কথা বলা হয়েছে। স্রষ্টা দাতাকে পছন্দ করেন। তাই যুগে যুগে মহামানবরা নিজে দান করেছেন, অন্যকে উৎসাহিত করেছেন।

তবে কোথায় দান করছেন তা ভাবতে হবে আপনাকেই। কারণ দান করলেই দায়িত্ব শেষ হয়ে যায় না। গ্রহীতা সেই অর্থ দিয়ে ভালো কাজ করলে দাতার জন্যে তা সদকায়ে জারিয়া হিসেবে গণ্য হয় আর গ্রহীতা সেই অর্থ দিয়ে মন্দ কাজ করলে পাপের ভাগীদার হওয়া থেকেও দাতা রক্ষা পায় না।

এদেশে যেসব প্রতিষ্ঠান দান সংগ্রহ করে ভালো কাজ করছে কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন তাদের অন্যতম। এখানে যদি নিয়মিতভাবে দান করেন, তা স্রষ্টার কাছে অনেক অর্থবহ হবে বলে আমার বিশ্বাস। তাই সামর্থ্যমতো নিয়মিত দান করুন। শেষ বিচারের দিনে করুণাময়ের করুণায় আপনি ধন্য হবেন।

[আল্লামা ড. এম শমশের আলী। বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, পরমাণু বিজ্ঞানী, লেখক, টিভি ব্যক্তিত্ব ও ধর্মতাত্ত্বিক]

দান সম্পর্কে ?

প্রশ্ন : দান করলে দাতার কী উপকার হবে?

উত্তর : আমাদের একটা বক্তব্য হচ্ছে, নিজের কল্যাণে ও অন্যের কল্যাণে দান করুন। প্রথমেই নিজের কল্যাণে দান। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলছেন, '(হে মানুষ!) যে অর্থবিত্ত তোমরা দান করো, সে দান তোমাদের নিজেদের কল্যাণের জন্যেই। তোমরা তো আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে ব্যয় করো। অতএব দানের পুরোপুরি প্রতিদান তোমাদেরকে অবশ্যই দেয়া হবে। তোমাদের হক কখনো নষ্ট করা হবে না' (সূরা বাকারা, আয়াত ২৭২)।

অর্থাৎ স্রষ্টা নিজেই বলছেন যে, দান করলে প্রথম কল্যাণ হয় দাতার।

আল্লাহ সূরা বাকারা-র ২৬১ নম্বর আয়াতে উদাহরণ দিয়ে বলছেন, 'যারা নিজেদের ধনসম্পত্তি আল্লাহর পথে ব্যয় করে, তাদের এই সৎদান এমন একটি শস্যবীজ, যাতে উৎপন্ন হয় সাতটি শিষ আর প্রতিটি শিষে থাকে শত শস্যদানা। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা বহুগুণ প্রবৃদ্ধি দান করেন।' অর্থাৎ আল্লাহ দাতাকে এর বহুগুণ প্রতিদান দেবেন।

কোরআনে আল্লাহর ওয়াদা অনুযায়ী নিয়মিত দান করার মধ্য দিয়ে আমরা ধনী হওয়ার সুযোগ পাচ্ছি। ভয় দুঃখকষ্ট ও টেনশন থেকে মুক্ত, বিপদমুক্ত, সমস্যামুক্ত, দারিদ্র্যমুক্ত, এবং সমস্ত অনিশ্চয়তামুক্ত সচ্ছল জীবন পাচ্ছি।

দানের নগদ বিনিময় হচ্ছে, টেনশন ও পেরেশানি দূর হয়ে যাবে যেটা এ যুগের সবচেয়ে বড় অভিশাপ। নবীজী (স) বলেছেন, দান ৭০টিরও বেশি বিপদ থেকে মানুষকে রক্ষা করে। অর্থাৎ সমস্যামুক্ত সুস্থ সফল জীবন যাপনের জন্যে নিয়মিত দান অনেক বড় ভূমিকা পালন করে।

দানের বিনিময়ে দাতা যেহেতু পার্থিব জীবনেই এত কল্যাণ লাভ করছেন, তাহলে পরকালে কি দাতা কোনো পুরস্কার পাবেন না? দাতার জন্যে পরকালের কল্যাণ তো স্রষ্টা নিজের কাছেই গচ্ছিত রেখেছেন।

প্রশ্ন : দান করবে ধনীরা। আমি তো এখনো দান করার মতো ধনী হই নি।

উত্তর : দান শুধু ধনীদের জন্যে নয়। বরং নিজ নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী ধনী-গরিব সবার জন্যেই। সূরা আলে ইমরান-এর ১৩৪ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তায়ালা নির্দেশ দিচ্ছেন, 'নিশ্চয়ই যারা (এক) সচ্ছল ও অসচ্ছল অবস্থায় দান করে, (দুই) রাগ নিয়ন্ত্রণ করে, (তিন) মানুষকে ক্ষমা করে, আল্লাহ তাদের ভালবাসেন।' অর্থাৎ সচ্ছল অবস্থায় যেমন দান করতে হবে, তেমনি অসচ্ছল অবস্থাতেও দান করতে হবে। এটাই শাশ্বত ধর্মের শিক্ষা।

প্রশ্ন : আমার টাকা যদি আমি দান না করি তাহলে সমস্যা কী?

উত্তর : আমরা মনে করি, আমার সম্পদের মালিক আমি। দান না করলে কার কী? এ ধরনের দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা সূরা হাদিদের ১০ নম্বর আয়াতে বলেন, 'মহাবিশ্বের সবকিছুর একক মালিক আল্লাহ। তা জানার পরও (হে বিশ্বাসীগণ!) তোমরা আল্লাহর পথে মুক্তহস্তে ব্যয় করো না কেন?' এই আয়াত থেকে বোঝা যায়, আমার সম্পদের মালিক আমি নই বরং সবকিছুর একক মালিক আল্লাহ। তাই দানের ব্যাপারে গড়িমসি করা ঠিক নয়।

অনেকে গরিব হয়ে যাওয়ার ভয়ে দান করতে চায় না। কেউ কেউ আবার দানের ব্যাপারে অন্যদের নিরুৎসাহিত করে। তাদের সম্পর্কে সূরা নিসা-র ৩৭ নম্বর আয়াতে আল্লাহ বলেছেন, 'যারা নিজেরা কৃপণ এবং অন্যকে কৃপণতা করতে উৎসাহিত করে (বা দানে নিরুৎসাহিত করে) এবং আল্লাহর অনুগ্রহ-সম্পদ গোপন করে, আল্লাহ তাদেরও অপছন্দ করেন। এ ধরনের অকৃতজ্ঞদের জন্যে আমি অপমানজনক শাস্তির ব্যবস্থা করে রেখেছি।'

প্রশ্ন : ভিক্ষুককে দান করলে তা কেন আল্লাহর কাছে দান হিসেবে গ্রহণযোগ্য হবে না?

উত্তর : আমরা যাদের ভিক্ষুক মনে করি তারা আসলে পেশাদার ভিক্ষুক। ভিক্ষাবৃত্তি এখন একটা ব্যবসা। এমন কোনো নজির দেখাতে পারবেন না যে, কোনো ভিক্ষুক ধনী হওয়ার পর ভিক্ষাবৃত্তি বন্ধ করে দিয়েছে। তাই ভিক্ষুককে দান করলে তাতে দারিদ্র্য বিমোচনে সহায়ক কিছু করা হলো না।

অথচ আমরা দানের টাকায় প্রথম যে কয়টি শিশুর লালনপালন শুরু করেছিলাম, তাদেরই একজন এবছর খুলনা মেডিকেল কলেজ থেকে ডাক্তার হয়ে বের হবে। তখন সে কিংবা তার পরিবার কি আর দরিদ্র থাকবে? এরকম হাজারো শিশু আপনাদের মাটির ব্যাংকে জমাকৃত দানের অর্থে বেড়ে উঠছে স্বাবলম্বী ও আলোকিত মানুষ হওয়ার লক্ষ্যে। ভিক্ষাবৃত্তির সাথে সৎদানের এটাই হচ্ছে পার্থক্য।

প্রশ্ন : আমরা দান কোথায় করব? সঙ্ঘবদ্ধভাবেই কেন দান করতে হবে? আমি তো যে-কোনো জায়গায় দান করতে পারি যদি আমার নিয়ত ঠিক থাকে, তাই নয় কি?

উত্তর : সূরা বাকারা-র ২১৫ নম্বর আয়াতে আল্লাহ বলছেন, 'হে নবী, তারা তোমাকে প্রশ্ন করবে, আমরা অন্যের জন্যে কী প্রক্রিয়ায় ব্যয় করব? তুমি বলো, তোমাদের অর্থসম্পত্তি প্রথমত মা-বাবা, তারপর পরিবার, আত্মীয়স্বজন, এতিম, অভাবী ও মুসাফিরদের জন্যে ব্যয় করবে'। দান এবং যাকাত উভয়ের লক্ষ্য দারিদ্র্য বিমোচন। নবীজী (স)-এর নির্দেশ হলো, কাউকে ভিক্ষা দিয়ে স্থায়ীভাবে গ্রহীতা বানাবে না।

আর একই লক্ষ্যে কাজ করছে কোয়ান্টাম মাটির ব্যাংক কার্যক্রম। এই দান অসহায় জনগোষ্ঠীকে স্বাবলম্বী করার জন্যে। অতএব সঙ্ঘবদ্ধভাবে দান করে আমরা এতিম ও মিসকিনের হক আদায় করতে পারি। সবচেয়ে বড় কথা, দানের ব্যাপারে নিশ্চিত হতে হবে যে, তা দরিদ্রের হাতে পৌঁছাচ্ছে কিনা। বর্তমানে মাজারে কিংবা ভিক্ষুককে দান করলে সে ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া কঠিন। এখন এটা একটা পেশা। তাই নিশ্চিত হয়ে দান করার খাত হিসেবে বলা যায়, বাবা-মা, গরিব আত্মীয়স্বজন এবং তারপর এতিম-মিসকিনের জন্যে কোয়ান্টাম মাটির ব্যাংক।

প্রশ্ন : মাটির ব্যাংকে জমাকৃত দানের অর্থ অমুসলিমদের জন্যেও ব্যয় করা হয়। সুতরাং, একজন মুসলিম কি এখানে দান করতে পারে?

উত্তর : মুসলমান-অমুসলমান তো পরের কথা, খলিফা হওয়ার পর হযরত ওমর (রা) বলেছিলেন, 'ফোরাত নদীর তীরে যদি একটি বিড়ালও না খেয়ে মারা যায়, আমি ওমরকে আল্লাহর দরবারে জবাবদিহি করতে হবে।' তখন খেলাফতের অধীনে অনেক অমুসলিম বাস করত। রাষ্ট্র তাদেরকে বঞ্চিত করে নি, তাদের মৌলিক প্রয়োজন পূরণ করেছে। তাহলে আমরা কীভাবে তাদের বঞ্চিত করব?

তাছাড়া বিদেশি সাহায্য বা রিলিফ যখন আসে, আপনি কি ভেবে দেখেন, এই সাহায্যটা আমাকে মুসলমান দিয়েছে, নাকি হিন্দু বা খ্রিষ্টান দিয়েছে? গ্রহণ করার সময় জিজ্ঞেস করছেন না। তাহলে দান করার সময় কেন জিজ্ঞেস করবেন?

অসুস্থ হলে আপনি ভালো ও দক্ষ ডাক্তারের কাছে যান, নাকি ডাক্তার মুসলমান হিন্দু না খ্রিষ্টান– এটা বিচার করেন? মামলায় পড়লে আইনজীবীর ধর্ম বিচার করেন, নাকি তার যোগ্যতা বিচার করেন? একইভাবে দান পাওয়ার জন্যে যে সবচেয়ে উপযুক্ত, অর্থাৎ সবচেয়ে অবহেলিত-বঞ্চিতকেই দান করতে হবে। তার ধর্মাধর্ম বিচার করা অমানবিক।

ধরুন, সড়ক দুর্ঘটনায় কিছু মানুষ আহত হলো। অমুসলমানদের রেখে শুধু মুসলমানদের আপনি হাসপাতালে নিয়ে যাবেন? আপনার বিবেক কি তাতে সায় দেবে? প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় আপনি বিপন্ন মানুষের ধর্ম জিজ্ঞেস করবেন, নাকি তাকে উদ্ধার করবেন? উদ্ধার করাটাই তো মানবিকতা। এটাই আল্লাহর রসুলের নির্দেশ।

রসুলুল্লাহ (স)-কে আল্লাহ তায়ালা রাহমাতুল্লিল আলামীন করে পাঠিয়েছেন, অর্থাৎ সৃষ্টি তথা সমগ্র মানবজাতির জন্যে রহমতস্বরূপ। তিনি সকল মানুষের কল্যাণে কাজ করেছেন। তিনি অভুক্ত প্রতিবেশীর কথা বলেছেন, অভুক্তের ধর্ম বিচার করতে বলেন নি। অতএব তাঁর অনুসারী হিসেবে আমাদেরও সকল দুর্গত মানুষের জন্যে কাজ করা উচিত। সেটাই হবে নবীজী (স)-এর প্রতি আমাদের ভালবাসার প্রকাশ।

প্রশ্ন : দান কি আমার ইচ্ছেমতো করব? নাকি এ ব্যাপারে স্রষ্টার কোনো নীতিমালা আছে?

উত্তর : এ ব্যাপারে আল্লাহ সূরা আলে ইমরানে (আয়াত নম্বর ৯২) সুস্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছেন। '(হে বিশ্বাসীগণ!) তোমার প্রিয় ও পছন্দের জিনিস থেকে দান করতে না পারলে তুমি কখনো সত্যিকারের ধার্মিক হতে পারবে না। অন্যের জন্যে তুমি যা-কিছু ব্যয় বা দান করো আল্লাহ তা ভালোভাবেই জানেন।'

অর্থাৎ ছেঁড়া পরিত্যক্ত পোশাক দান করলে কিংবা পকেটে এক হাজার টাকা রেখে পাঁচ টাকা দান করলে তা স্রষ্টার পছন্দনীয় হবে না। আর দান করতে হবে নিয়মিত। আমরা যারা ব্যবসায়ী/ চাকরিজীবী তারা উপার্জনের জন্যে প্রতিদিন পরিশ্রম করি। আল্লাহ প্রতিদিন আমাদের রিজিক দেন। তাহলে, দান কেন প্রতিদিন হবে না? তাই আপনার যা আছে তা থেকে নিয়মিত দান করুন। অস্থিরতা ও বালা-মুসিবত থাকবে না। আসবে সাফল্য প্রাচুর্য প্রশান্তি।

প্রশ্ন : আমাদের পরিবারে দুই জন প্রো-মাস্টার, একজন গ্রাজুয়েট। দুই বাচ্চা আছে। প্রত্যেকেরই আলাদা মাটির ব্যাংক আছে। একজনের আয় থেকেই ব্যয় করা হয়। তাহলে কি প্রত্যেকের আলাদা মাটির ব্যাংক প্রয়োজন আছে?

উত্তর : এটি অত্যন্ত ভালো একটা অভ্যাস। নিয়মিত দান করাটা প্রত্যেকেরই দায়িত্ব এবং এ দায়িত্ব পালনে সবাইকে সহযোগিতা করা উচিত। আমরা যদি পরিবারের সবাইকে আনন্দের সাথে মাটির ব্যাংক দেই, এতে একটা সৎ অভ্যাস গড়ে উঠবে। অতএব পরিবারে যত সদস্য আছে, সবাইকে আপনি আলাদা আলাদা মাটির ব্যাংক দিতে পারেন।

আপনার যত প্রশ্ন

প্রশ্ন : মাটির ব্যাংকে দান শিরক কিংবা ইসলামী চেতনার পরিপন্থী কিনা?

উত্তর : আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক করলে তা হয় শিরক। এটা যতটা না প্রায়োগিক, তার চেয়ে বেশি মানসিক বা বিশ্বাসের। যেমন, বলা হয় আল্লাহ ছাড়া আর কারো কাছে কিছু চাওয়া যাবে না। কিন্তু মা-বাবার কাছে আমরা কি চাই না? বলি না যে, পাঁচটা টাকা দাও; বাবা, অমুক জিনিসটা এনে দাও। বলি। কারণ, এটাই দৈনন্দিন কথোপকথন। কাজেই সবকিছুতে শিরক খোঁজার মানসিক জটিলতায় যারা আক্রান্ত তাদের কথা দ্বারা প্রভাবিত হবেন না। এরা নিজেরা সৎকর্ম করছে না, করতে সাহায্য করছে না এবং আরেকজন করুন এটাও চাচ্ছে না।

আমরা আল্লাহর ওয়াস্তে দান করছি। দানের টাকা মাটির ব্যাংকে জমিয়ে একত্রে কিছুদিন পর ফাউন্ডেশনে জমা দিচ্ছি। ফাউন্ডেশন প্রতিটি জমার বিপরীতে মানি রিসিট দিয়ে টাকা রাখছে এবং তা সৃষ্টির কল্যাণে ব্যয় করছে। এর মধ্যে আল্লাহর সাথে কোনোকিছুকে শরিক করার কোনো সুযোগ নেই।

তাই মাটির ব্যাংকে দান শিরক তো নয়-ই, বরং উত্তম ইবাদত। সূরা বাকারা-র ২৭৪ নম্বর আয়াতে সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, 'নিশ্চয়ই যারা তাদের উপার্জন থেকে রাতে বা দিনে, প্রকাশ্যে বা গোপনে, সচ্ছল বা অসচ্ছল অবস্থায় দান করে, তাদের জন্যে তাদের প্রতিপালকের কাছে পুরস্কার রয়েছে। তাদের কোনো ভয় বা পেরেশানি থাকবে না।'

আমরা যদি একটু চিন্তা করি তাহলে দেখব– দিনে বা রাতে প্রকাশ্যে বা গোপনে সচ্ছল বা অসচ্ছল অবস্থায় আপনার দান জমা করার জন্যে কোয়ান্টাম মাটির ব্যাংকের চেয়ে ভালো মাধ্যম আর নেই। কারণ মাটির ব্যাংক দিনে-রাতে সবসময় আপনার হাতের কাছেই থাকছে। আর সৎ নিয়তে সঙ্ঘবদ্ধ দানের বরকত ও প্রতিদান অনেক বেশি।

প্রশ্ন : দান নিঃশর্ত হওয়া উচিত। অর্থাৎ পাওয়ার আশায় নয়। অথচ আমরা প্রতিনিয়তই বালা-মুসিবত দূরের জন্যে বা এটা-ওটা পাওয়ার নিয়তে মাটির ব্যাংকে দান জমা করি। সেটা কি নিঃশর্ত?

উত্তর : দান অবশ্যই নিঃশর্ত হওয়া উচিত এবং দান করে প্রতিদানের আশা করা উচিত নয়। কিন্তু কার কাছে প্রতিদানের আশা করা যাবে না সেটা জানা জরুরি। এই প্রতিদানের আশা করা যাবে না তার কাছ থেকে যাকে দান বা সাহায্য করা হয়েছে। এমনকি দান করে বা সাহায্য করে যদি খোঁটা দেয়া হয় বা কথা শোনানো হয়, তাহলেও তা সমস্ত সৎকর্মকে ব্যর্থ করে দিতে পারে।

মাটির ব্যাংকের ক্ষেত্রেও আমরা যাকে সাহায্য করি তার কাছ থেকে প্রতিদানের আশা করি না। এমনকি যে ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে আলাদা আলাদা মাটির ব্যাংকের দানসমূহ সঙ্ঘবদ্ধ হচ্ছে, সে ফাউন্ডেশনের কাছেও কোনোকিছু পাওয়ার প্রত্যাশা করা হলে সে দান নিঃশর্ত হবে না।

দান করে আমরা আসলে যার কাছে প্রতিদান প্রার্থনা করি তিনি মহান স্রষ্টা। আল্লাহ বলেছেন, 'তোমরা আমার কাছে প্রার্থনা করো। আমি কবুল করব।' অর্থাৎ আল্লাহর কাছে চাওয়ায় কোনো বাধা নেই বরং এটাকেই উৎসাহিত করা হয়েছে। আর সত্যিকার অর্থে তিনিই হলেন দেয়ার মালিক। কারণ তাঁর সব আছে। কাজেই অভাবের কথা, নিরাময়ের কথা, সমস্যামুক্তির কথা তো তাঁকেই বলতে হবে। অতএব মাটির ব্যাংকে দান জমা করে আমরা প্রার্থনা করছি স্রষ্টার কাছে। এখানে নিঃশর্ত দানের কোনো শর্ত লঙ্ঘন হচ্ছে না। আর দানের প্রতিদান একমাত্র স্রষ্টাই দেবেন।

প্রশ্ন : যারা ছাত্র, যাদের আয়ের কোনো উৎস নেই, তারা কীভাবে দান করবে?

উত্তর : যদি আর্থিক দান হয় তাহলে হাতখরচের টাকা থেকে দান করতে হবে। সে যদি দান করে তাহলে এটা তার জন্যে অত্যন্ত কল্যাণকর হবে। কারণ, নবীজী (স) বলেছেন, 'একটা খেজুর যদি থাকে তাহলে খেজুরের একটা অংশ হলেও দান করো।' এমন কোনো ছাত্র নেই যার হাতখরচ নেই, যে খরচ করে না। প্রত্যেকে খরচ করছে, নিজের আয় না থাকলেও খরচ করছে। অতএব, সেখান থেকে দান করতে হবে।

দুই নম্বর হচ্ছে, দান বলতে শুধু অর্থ বোঝায় না। শুধু অর্থ দান করতে হবে তা নয়। একটু শুভ কামনা, একটু সুন্দর ব্যবহার, একটা সুপরামর্শ, পথিককে আন্তরিক সাহায্য কিংবা পথ থেকে কলার খোসা সরিয়ে ফেলা–এ সবই হতে পারে দান।

প্রশ্ন : কোয়ান্টাম মাটির ব্যাংকের টাকা অন্য কোথাও দান করা যাবে কিনা।

উত্তর : মাটির ব্যাংকটা তো কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনের এবং আপনি এখানে দেয়ার নিয়তেই টাকা রাখছেন। তাহলে অন্য কোথাও এটা কীভাবে দেয়া যাবে? অন্য কোথাও দেয়ার স্বাধীনতা আপনার আছে–কিন্তু মাটির ব্যাংকে রাখার পর এ টাকার হকদার ফাউন্ডেশন। সবসময় মনে রাখবেন, স্ত্রীর জন্যে যে টাকা রাখবেন, সেটা স্ত্রীর জন্যেই। এটাতে অন্য কাউকে ভাগ দেবেন না। সেটা যত ভালোর জন্যেই হোক না কেন। ফাউন্ডেশনের জন্যে দানও তেমনি।

আর মাটির ব্যাংকের টাকা ফাউন্ডেশনে দেয়ার চেয়ে ভালো জায়গা আপনি কোথাও পাবেন না। এ টাকা মানুষকে আলোকিত করার জন্যে, মানুষের কল্যাণের জন্যে পরিকল্পিত ও সঙ্ঘবদ্ধভাবে ব্যয় করা হয়। যেহেতু এটি যৌথ কাজ, যত টাকা জড়ো হচ্ছে সমস্ত টাকার সওয়াব আমরা সবাই পাচ্ছি। বছরে যদি পাঁচ কোটি বা ১০ কোটি টাকা আসে, সেই ৫/১০ কোটি টাকা দিয়ে যে কাজগুলো আমরা করছি, তা সদকায়ে জারিয়া। যার ফলে এই দানের পূর্ণ সওয়াব মৃত্যুর পরও আপনি পেতে থাকবেন। তাই মাটির ব্যাংকে নিজে দান জমা করবেন এবং বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজন সবাইকে নিয়মিত দান করতে উৎসাহিত করবেন।

প্রশ্ন : যখন কোনোকিছুর মানত করে মাটির ব্যাংকে টাকা রাখি, তখন যদি মনে মনে বলি, এই মাটির ব্যাংকের কারণে আমার মানত পূরণ হবে। তাহলে কি গুনাহ হবে না? কারণ মানত পূরণের শক্তি কেবল আল্লাহর হাতে।

উত্তর : প্রার্থনাটা খুব সহজ। হে আল্লাহ! তোমার অবহেলিত বঞ্চিত বান্দাদের কল্যাণে এবং তোমার সন্তুষ্টির জন্যে দান করছি, তুমি আমার মঙ্গল করো, আমার উপকার করো। কারণ তুমি সমস্ত দানের প্রতিদান দেবে–এই ওয়াদা তুমি করেছ।

আর এতকিছু বলারও দরকার নেই। আল্লাহ সব দেখছেন এবং সব শুনছেন। আল্লাহ! তুমি আমার সব সমস্যা দূর করে দাও–এটা সংক্ষেপে ভাবলেই চলবে। সবসময় মনে রাখবেন, আপনি যা চিন্তা করছেন এটা আপনার প্রভুও একইভাবে বুঝতে পারছেন। তাকে অত ভেঙে বলার কোনো দরকার নেই।

প্রশ্ন : আমি নিজে মাটির ব্যাংকে দান করি। কিন্তু এর কথা অন্যদের কাছে বলার ব্যাপারে কিছু দ্বিধা-সংকোচ রয়েছে। এক্ষেত্রে কী করণীয়?

উত্তর : মাটির ব্যাংকে দানের টাকা রাখার ব্যাপারে অন্যদের উদ্বুদ্ধ করতে দ্বিধা-সংকোচ থাকার কোনো যুক্তি নেই। কারণ এর মাধ্যমে আপনি একদিকে ধর্মের নির্দেশ পালন করছেন, অন্যদিকে তার উপকার করছেন। সূরা ফজরের ১৬-২০ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে– 'প্রতিপালক যখন পরীক্ষা করার জন্যে কারো রিজিক সংকুচিত করেন, তখন সে বলে, আমার প্রতিপালক আমাকে অসম্মান করেছেন। তখন আল্লাহ বলেন, না, একথা সত্য নয়। আসলে (এটা তোমাদের কর্মফল) তোমরা এতিমের প্রতি সম্মানজনক আচরণ করো না, অভাবী অসহায়কে অন্নদানে পরস্পরকে উৎসাহিত করো না... ধনসম্পত্তির প্রতি তোমাদের আকর্ষণ আসক্তিতে পরিণত হয়েছে।'

অর্থাৎ শুধু নিজে দান করা নয়, এই দানে অন্যদেরকেও উৎসাহিত না করলে আপনার রিজিক সংকুচিত হবে, আপনি অভাবগ্রস্ত হবেন। ঋগ্‌বেদে বলা হয়েছে, 'এসো প্রভুর সেবক হই। গরিব ও অভাবীদের দান করি।' অর্থাৎ গরিব ও অভাবীকে দান করা ঈশ্বরের সেবা করা।

আপনি আপনার কোনো ব্যক্তিগত লাভের জন্যে মাটির ব্যাংকের কথা অন্যকে বলছেন না বরং এর মাধ্যমে আপনি তারই উপকার করতে চান। সেটা কীভাবে–প্রথমত, আপনি তাকে সঠিকভাবে দান করার সুযোগ করে দিচ্ছেন ও তার বৈষয়িক সমৃদ্ধি আনয়নে সাহায্য করছেন। দ্বিতীয়ত, এর মাধ্যমে আপনি তার কাছে জীবনযাপনের বিজ্ঞানের বাণী পৌঁছে দেয়ার সুযোগ পাচ্ছেন।

আর এভাবে তার দৈহিক মানসিক পারিবারিক ও আত্মিক সমৃদ্ধিতেও আপনি ভূমিকা রাখছেন। যেমন, আপনি প্রথম কাউকে একটি মাটির ব্যাংক দিলেন এবং তাকে দান করতে উদ্বুদ্ধ করলেন। পরের বার তার সঙ্গে দেখা হলে তার স্বাস্থ্যের খোঁজখবর নিন, তার সমস্যার কথা শুনুন এবং জীবনযাপনের বিজ্ঞানের আলোকে তাকে পরামর্শ দিন এবং তা অবশ্যই আন্তরিকতা, মমতা ও সহানুভূতির সাথে। মূলত মাটির ব্যাংকের মাধ্যমে আপনি তাকে সৎকাজে সম্পৃক্ত করছেন, আলোকিত করছেন।

কাজেই মাটির ব্যাংকের ব্যাপারে সমস্ত লজ্জা, সংকোচ ঝেড়ে ফেলতে হবে। কারণ একজন মানুষকে বালা-মুসিবত থেকে মুক্ত ও আলোকিত করার মতো পুণ্যময় কাজটিই আপনি করছেন।

অটোসাজেশন

আমি জানি, দাতার কখনো অভাব হয় না। দাতার জীবনেই আসে স্থায়ী সুখ। আমি দাতা হবো।

সৃষ্টির সেবায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দান জমা করুন মাটির ব্যাংকে

আপনার কল্যাণ হোক ॥ কল্যাণ করুন মানুষের

মারাত্মক সড়ক দুর্ঘটনায় হাইওয়ের মাঝখানে আমার গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারায়। তিন বার ডিগবাজি খেয়ে উল্টে যায়। সাধারণত এমন দুর্ঘটনায় পেছনের গাড়ি এসে চাপা দেয়। অথচ, আমি সম্পূর্ণ অক্ষত এবং গাড়িরও তেমন কিছু হয় নি। আমার বিশ্বাস, মাটির ব্যাংকে দানের ফলেই স্রষ্টা অকল্যাণ থেকে বাঁচিয়ে দিলেন।

মো. ইয়াছিন আহমদ চৌধুরী • *ব্যবসায়ী। ১০৮ ব্যাচের গ্রাজুয়েট*

কোর্স করার পরে মনছবি করলাম ৩.৫ সিজিপিএ অর্জন করব। প্রতিটি পরীক্ষার আগে মাটির ব্যাংকে টাকা রেখে হলে যেতাম। এছাড়াও সেমিস্টার ফাইনালের জন্যে আলাদা করে দান করতাম। প্রত্যাশার চেয়েও আমার রেজাল্ট ভালো হলো। ৩.৫৫ সিজিপিএ নিয়ে বিবিএ পাশ করলাম।

মো. সাঈদুজ্জামান • *শিক্ষার্থী। ৩২৯ ব্যাচের গ্রাজুয়েট*

আমার মেয়ে হঠাৎ অ্যাপেনডিসাইটিসের তীব্র ব্যথায় আক্রান্ত হলো তার এসএসসি পরীক্ষার আগে। ডাক্তার অপারেশন করতে বললেন। মাটির ব্যাংকে মানত করলাম। হিলিংয়ে নাম দেয়া হলো। হাসপাতালে ভর্তি করানোর চার দিন পর অপারেশন ছাড়াই সে সুস্থ হয়ে বাসায় ফিরল এবং সবগুলো পরীক্ষাই দিল। স্রষ্টার অসীম কৃপায় সে এসএসসি-তে জিপিএ ফাইভ পেয়েছে।

অপর্ণা রায় • *গৃহিণী। ২৭৫ ব্যাচের গ্রাজুয়েট*

আমার সহকর্মী ও বন্ধুদের অনেকেই বিভিন্ন শারীরিক মানসিক জটিলতায় ভুগছেন। চিকিৎসার পেছনে খরচ হচ্ছে লক্ষ লক্ষ টাকা। কোর্স করার পর থেকে আমি প্রতিদিন দান করি। এর বদৌলতে স্রষ্টা আমার পরিবারের সবাইকে সুস্থ রেখেছেন। এমনকি ৭৩ বছর বয়সেও আমার বাবা টেনশনমুক্ত, রোগমুক্ত। পারিবারিক প্রশান্তিও আগের চেয়ে বেড়েছে।

এন্থনী চয়ন অধিকারী • *এক্সিকিউটিভ, স্কয়ার ইনফরমেটিক্স লি.। ৩২৪ ব্যাচের গ্রাজুয়েট*

অনার্সের সার্টিফিকেটে নামের বানান ভুল এলো। রেজিস্ট্রার অফিস থেকে জানাল এফিডেভিট করতে হবে। নিয়ত করলাম এফিডেভিট প্রয়োজন না হলে সেই টাকা মাটির ব্যাংকে দান করব। দীর্ঘদিন ধরে ঝুলে থাকা কাজটি খুব সহজে হয়ে গেল।

জোহরা আক্তার সেবি • *শিক্ষার্থী। ৩৭৫ ব্যাচের গ্রাজুয়েট*

এক ভদ্রমহিলার ছেলে ১০-১২ দিন ধরে নিখোঁজ শুনে তাকে নিয়ত করে দানের পরামর্শ দিলাম। মাটির ব্যাংক নেয়ার ৫-৭ মিনিট পর তিনি হাসিমুখে জানালেন, তার ছেলে এইমাত্র ফোন করে জানিয়েছে, সে ভালো আছে। সৎদানের এত দ্রুত কার্যকারিতা দেখে সেদিন বিস্মিত হয়েছিলাম।

নাজমুন নাহার • *গৃহিণী। ৩৬০ ব্যাচের গ্রাজুয়েট*

চার তলা বিল্ডিং নির্মাণের জন্যে পাইলিংয়ের সকল প্রস্তুতি শেষ করলাম। কিন্তু টিউবওয়েলে পানি উঠছে না। মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ার অবস্থা। সাথে সাথে মাটির ব্যাংকে দান করলাম। একটু পরে ফোরম্যান জানাল, একটি বড় গর্তে বৃষ্টির পানি জমে আছে। তা দিয়ে কাজ শুরু হলো। প্রতিদিন যে পরিমাণ পানি খরচ হতো, রাতে বৃষ্টিতে তা পূর্ণ হয়ে যেত। নির্দিষ্ট সময়ের পাঁচ দিন আগেই কাজ সম্পন্ন হলো।

মো. আইয়ুব আলী • *ঠিকাদার। ১৬৮ ব্যাচের গ্রাজুয়েট*

গত বছর দুই সন্তানের ভর্তি পরীক্ষা ছিল। ভাইভা-তে ছেলেটা কোনো কথাই বলল না। মেয়েকে নিয়েও দুশ্চিন্তায় ছিলাম। তার ওপর লটারি সিস্টেম। দুই সন্তানের সাফল্যের নিয়তে ১০ হাজার টাকা মাটির ব্যাংকে দান করলাম। লটারিতে সবার আগে আমার ছেলের নাম উঠল। মেয়েও মনোনীত হলো। খবর শুনে আমার ভাগ্নি আমার দুই সন্তানকে ১০ হাজার টাকা উপহার দিল। অর্থাৎ যে টাকা দান করেছিলাম তার পুরোটাই আল্লাহ ফেরত দিলেন।

দেলোয়ার মো. নুরুল করিম • *ব্যবসায়ী। ২৪২ ব্যাচের গ্রাজুয়েট*

দেশের যে-কোনো প্রান্তে কোনো অসহায় অনাথ এতিম শিশুর সন্ধান পেলে এবং শিশুটির অভিভাবকত্ব কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনের কাছে হস্তান্তর করতে চাইলে যোগাযোগ করুন এই নম্বরে :

০১৮৪৮-৩১৮৫০৫-৬, ০১৮৪৮-৩১৮৬১৩

সংযোগায়ন সেল, কোয়ান্টাম শিশুকানন, কোয়ান্টামম, লামা, বান্দরবান

আমার মা দুবছর ধরে রক্তস্বল্পতায় ভুগছিলেন। অনেক পরীক্ষা করেও রক্তস্বল্পতার কারণ ধরা পড়ল না। কিছুদিন পর অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হলেন। হিলিংয়ে নাম দিলাম ও মাটির ব্যাংকে দান করলাম। স্রষ্টার রহমতে এবার কারণ জানা গেল। পাকস্থলীতে ছোট ছিদ্র ও ডায়াবেটিস। চিকিৎসার পর এখন তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ, ডায়াবেটিসও নিয়ন্ত্রণে। তাকে আর রক্ত নিতে হয় না।

মো. রাজু আহমদ • *খণ্ডকালীন প্রভাষক, খুলনা পাবলিক কলেজ। ৩৩৬ ব্যাচের গ্রাজুয়েট*

আমার ছেলে স্কুলে যেতে ভয় পেত। তার মনোযোগ বৃদ্ধি ও স্কুলভীতি দূর হওয়ার নিয়তে মাটির ব্যাংকে নিয়মিত দান করতাম। ক্লাস ফাইভে নতুন স্কুলে ভর্তি হয়ে শিক্ষক ও সহপাঠীদের সাথে সে চমৎকারভাবে মানিয়ে নিল। ধীরে ধীরে দানের পরিমাণও বাড়িয়ে দিলাম। প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষার আগে আমার এক মাসের পুরো বেতন মাটির ব্যাংকে দান করলাম। জিপিএ ফাইভ পেয়ে সে উত্তীর্ণ হলো।

আয়শা জুবায়রা আফরোজ • *সিনিয়র ম্যানেজার, পদ্মা ইসলামী লাইফ ইন্সুরেন্স কোম্পানি লি.। ১০০ ব্যাচের গ্রাজুয়েট*

দুজন ছিনতাইকারী একদিন আমার ব্যাগ ছিনিয়ে নেয়। ব্যাগে আইপ্যাড ছিল। প্রাণে তো বেঁচে গেছি! এই শুকরিয়া আদায় করে দানের পরিমাণ বাড়িয়ে দিলাম। ছয় মাস পরে ছিনতাইকারী নিজে ফোন করে বলল, আইপ্যাডটি ফেরত দিতে চায়। তার সহকারী মারা যাওয়ার পর সে ভুল বুঝতে পেরেছে! তাই সে এখন জিনিস ফিরিয়ে দিতে চাচ্ছে।

ডা. সাহিয়া শারমীন • *১০০ ব্যাচের গ্রাজুয়েট*

বীমা প্রতিষ্ঠান থেকে দেয়া ১০টি চেক হারিয়ে ফেললাম। অনেক খুঁজেও পেলাম না। ফটোকপিও ছিল না। খোঁজ নিয়ে জানলাম টাকা পাব। তবে বছর দুয়েক লাগবে। তখন মানত করলাম, চেকগুলো ফেরত পেলে বড় অঙ্কের টাকা মাটির ব্যাংকে দান করব। কাগজপত্র জমা দিলাম। এর কিছুদিন পর চেক থেকে যা পেতাম তার চেয়েও বেশি অর্থ একটি কেস থেকে পেয়ে গেলাম। যা আমার ওকালতি জীবনের সর্বোচ্চ উপার্জন। সেখান থেকেই মানতের টাকা দান করলাম। আল্লাহর রহমতে সেদিনই চেকগুলো ফেরত পাওয়ার সংবাদ পেলাম।

মো. গোলাম রব্বানী • *এডভোকেট, সুপ্রিম কোর্ট। ৩৪৩ ব্যাচের গ্রাজুয়েট*

আমার ভাশুরের মেয়ে জন্মের ছয় ঘণ্টার মাথায় নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হলো। লাইফ সাপোর্টে ছিল তিন দিন। বাচ্চাটির সুস্থতার নিয়তে প্রতিদিন দান চালিয়ে গেলাম। ২২ দিন হাসপাতালে থাকার পরে স্রষ্টার রহমতে সে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরল। আমার বিশ্বাস দানের ফলেই এই বিপদ কেটে গেল।

রুকসানা করিম মুক্তি • *নাট্যকর্মী, ৩৪৩ ব্যাচের গ্রাজুয়েট*

আমার ছেলে অস্ট্রেলিয়ায় চিকিৎসাবিদ্যায় উচ্চতর পড়াশোনা করছে। সে ফোন করে জানাল পরীক্ষা ও কোচিংয়ের ফি মিলিয়ে সাড়ে পাঁচ হাজার ডলার লাগবে। এত টাকা কোথায় পাব! ওকে ধৈর্য ধরতে বললাম। আর মাটির ব্যাংকে সাধ্যমতো দান করলাম। দুদিন পর ছেলে ফোন করে বলল কোচিং থেকে তাকে বৃত্তি দিয়েছে। কোনো টাকা লাগবে না।

জামিলা আক্তার লিলি • *গৃহিণী। ৩০০ ব্যাচের গ্রাজুয়েট*

যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইএলটি কোর্সে ভর্তি হতে পারছিলাম না। নিয়মিত দান করতে লাগলাম। স্রষ্টার রহমতে শেষ মুহূর্তে মনোনীত হলাম। কিন্তু কর্মক্ষেত্রে স্টাডি লিভের অনুমতি আটকে গেল। কোর্স চলাকালে যে বেতন পাব, তা থেকে মাটির ব্যাংকে অগ্রিম দান করলাম। কিছুদিন পরই বেতনসহ স্টাডি লিভের অনুমতি পেয়ে গেলাম।

দিলারা আক্তার • *সহকারী শিক্ষক, বিপিন রায় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। ৭৫ ব্যাচের গ্রাজুয়েট*

আমার মেয়ে তিন বছর ধরে একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করত। কোনো কারণ দর্শানো ছাড়াই কর্তৃপক্ষ তাকে ক্লাস দেয়া বন্ধ করে দেয়। এই সমস্যার যেন সমাধান হয় এই নিয়তে দান অব্যাহত রাখলাম। গত মাস থেকে সে আবার নিয়মিত ক্লাস নিতে শুরু করেছে।

রাইসুল আম্বিয়া • *গৃহিণী। ৩৩৭ ব্যাচের গ্রাজুয়েট*

সঙ্ঘবদ্ধ দানে সৃষ্টির সেবা

চিকিৎসাসেবা

জানুয়ারি ২০১৭-তে শিশুবন্ধু প্রয়াত জাতীয় অধ্যাপক ডা. এম আর খান স্মরণে ১৩৯ জন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের অংশগ্রহণে লামার কোয়ান্টামমে অনুষ্ঠিত হয় এ-যাবৎকালের সর্ববৃহৎ মেডিকেল ক্যাম্প। এ ক্যাম্প থেকে বিনামূল্যে চিকিৎসাসেবা ও ওষুধ পান ৬,৭১১ জন রোগী। এ পর্যন্ত মোট ১,৬৭,৬৫৯ জন কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনের চিকিৎসাসেবা গ্রহণ করেছে। ১৯৯৯ সালে ফাউন্ডেশন ঢাকার মিরপুর, চানখাঁরপুল এবং শ্যাওড়াপাড়ায় সাপ্তাহিকভাবে বিনামূল্যে চিকিৎসাসেবা কার্যক্রম চালু করে। লামায় কোয়ান্টাম চিকিৎসাসেবা কেন্দ্রে ২০০০ সাল থেকে প্রতি বছর বিভিন্ন বয়সের পাহাড়ি-বাঙালিকে বিনামূল্যে চিকিৎসাসেবা ও ওষুধ দেয়া হচ্ছে। ঢাকার কুড়িল, মোহাম্মদপুর, মিরপুর, চট্টগ্রামের আগ্রাবাদ, রাজশাহীসহ দেশব্যাপী মেডিকেল ক্যাম্পে সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের বিনামূল্যে চিকিৎসা পরামর্শ ও ওষুধ দেয়া হয়। এছাড়া মিরপুরে গৃহকর্মীদের নিয়মিত চিকিৎসাসেবা প্রদান করা হয় বিনামূল্যে।

দারিদ্র্য বিমোচন ও স্বনির্ভরায়ন কার্যক্রম

বঞ্চিত ও দুস্থ মানুষের দারিদ্র্য বিমোচনে ১৯৯৬ সালে কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন গঠন করে যাকাত ফান্ড। ২০১৬ সালে এ ফান্ডে জমা পড়েছে ৯,২৭,৪২,৮২৪ টাকা। যাকাত ফান্ডের অর্থে ২০১২-২০১৬ সালে ৭,৯৪৯ জনকে পুনর্বাসিত করা হয়েছে। স্বনির্ভরায়ন কার্যক্রমের আওতায় কুমিল্লায় গত দুই বছরে ২১টি ব্যাচে ৩৩৭ জন মহিলাকে সেলাই প্রশিক্ষণ ও ১৪৮টি সেলাই মেশিন প্রদান করা হয়। এছাড়া এ পর্যন্ত সারাদেশে ৩৮৯ জন মহিলাকে সেলাই মেশিন প্রদান করা হয়েছে। তাদের পরিবার এখন হয়ে উঠছে সচ্ছল। এছাড়াও পরিচালিত হচ্ছে বিভিন্ন ফলজ প্রকল্প (আম, কাঁঠাল, আনারস ও জলপাই), মৎস্য ও পশুসম্পদ প্রকল্প (বিভিন্ন প্রজাতির মাছ, হাঁস, মুরগি, ব্ল্যাক বেঙ্গল ও উন্নত জাতের ছাগল এবং ভেড়া), দরিদ্র শিক্ষার্থীদের শিক্ষাবৃত্তি প্রদান, ঋণমুক্তি, কর্মসংস্থান প্রকল্প।

দাফন কার্যক্রম

বেওয়ারিশ অথবা দাফনে অক্ষম দরিদ্রের মৃতদেহ পূর্ণ ধর্মীয় মর্যাদায় দাফন বা সৎকারের জন্যে ২০০৪ সালে শুরু হয় দাফন কার্যক্রম। এ পর্যন্ত মমতাপূর্ণ শেষ বিদায় জানানো হয়েছে ৪৩৮ জনকে।

বিশুদ্ধ পানি কার্যক্রম

১৯৯৯ সাল থেকে এ পর্যন্ত ৯২টি পানির ট্যাংক, ২৮২টি টিউবওয়েল ও ২টি ইঁদারা স্থাপিত হয়েছে দেশের উপকূলীয় ও পাহাড়ি এলাকায়। বিশুদ্ধ পানি পান করতে পারছেন পথচারী ও স্থানীয় অধিবাসীসহ হাজারো মানুষ।

কোয়ান্টামমে ভ্যালি হিকমানে গড়ে উঠেছে এক অনন্য শিক্ষাঙ্গন। হাইস্কুল শাখার জন্যে একাডেমিক ভবনে রয়েছে নয়টি বৃহৎ শ্রেণিকক্ষ, প্রশাসনিক ভবন ও কম্পিউটার ল্যাব। এছাড়া রয়েছে নবনির্মিত বিজ্ঞান ভবন ও কমার্স ভবন। কলেজ শাখার কোয়ান্টাদের জন্যে নির্মিত ভবনে রয়েছে ছয়টি বৃহৎ শ্রেণিকক্ষ, অফিস ও লাইব্রেরি কক্ষ। এছাড়াও হিকমান ক্যাম্পাসে গড়ে তোলা হয়েছে ৪,৮০০ বর্গফুটের ড. আনিসুজ্জামান হল, নবনির্মিত ৩,৫৫০ বর্গফুটের জাতীয় অধ্যাপক ব্রিগেডিয়ার (অব.) আব্দুল মালিক হল, চার শ শিশুর একসাথে বসে খাবার গ্রহণের উপযোগী নেয়ামাতান এবং শিক্ষক-শিক্ষিকাদের জন্যে পৃথক পৃথক আবাসন।

২০০৫ সালে শুরু হওয়া মাতৃমঙ্গল কার্যক্রমে এ পর্যন্ত সেবা নিয়েছেন ৩,৭২৩ জন দুস্থ সন্তানসম্ভবা মা। তাদের গর্ভকালীন পুষ্টি, কাউন্সেলিং, মেডিকেল চেক-আপ, ওষুধ ও সন্তান প্রসবের পরবর্তী ৪০ দিন পর্যন্ত প্রয়োজনীয় ব্যয়ভার বহন করা হচ্ছে।

রাজধানী ঢাকা শহরের পরিচ্ছন্নতা কর্মীদের সন্তানদের জন্যে প্রতিষ্ঠিত স্কুল 'রাজধানী আদর্শ বিদ্যাপীঠ'-এর সার্বিক পরিচালনার দায়িত্ব ২০১৫ সাল থেকে গ্রহণ করেছে কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন। বর্তমানে এই স্কুলে পড়াশোনা করছে ২৭৫ জন শিক্ষার্থী।

২০০৫ সালে কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন শুরু করে খতনা কার্যক্রম। দরিদ্র শিশু-কিশোর ও আর্থিক অসচ্ছলতার কারণে খতনার সুযোগবঞ্চিত পূর্ণবয়স্ক পুরুষরাও এ সেবা পেয়ে থাকেন। এ পর্যন্ত খতনা সেবা দেয়া হয়েছে ১,৫৫,০৩০ জন দুস্থ অসহায় শিশু-কিশোর এবং পূর্ণ বয়স্ক মানুষকে।

আত্মীয়-পরিজনহীন অসহায় বৃদ্ধদের নিয়ে বান্দরবানের রাজবিলায় ২০১২ সালে স্থাপিত হয় 'আশ্রয়মম'। বর্তমানে তিন জন পুরুষ ও তিন জন নারী সেবার্থীকে এখানে সার্বক্ষণিক সকল ধরনের প্রয়োজনীয় পরিচর্যা প্রদান করা হচ্ছে।

বিশেষ সংখ্যা কোয়ান্টাম বুলেটিন : এপ্রিল ২০১৭ ॥ সম্পাদক : অধ্যাপিকা খাদিজা মাহ্‌তাব ॥ নাহার আল বোখারী, মহাপরিচালক, কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন কর্তৃক ৩১/ভি শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন সড়ক, শান্তিনগর, ঢাকা-১২১৭ থেকে প্রকাশিত ও উইন্ডোজ প্রিন্টিং সেন্টার থেকে মুদ্রিত ॥
Phone : 9341441, 8319377, 9355756 **Mobile :** 01714-974333, 01711-671858, 09613-002025 ■ **E-mail :** bulletin@quantummethod.org.bd